কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৪ SEP 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

বিএম কলেজের দুই ছাত্রকে গাছে বেঁধে পেটাল ছাত্রলীগ

বরিশাল অফিস ▷

এক ছাত্রীকে উত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বরিশালে সরকারি বিএম কলেজের দুই শিক্ষার্থীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে পিটিয়েছে ছাত্রলীগের কর্মীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজের অশ্বিনী কুমার ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে। পরে ছাত্রাবাসের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়া দিয়ে ওই দুই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এর প্রতিবাদে ওই ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ভাঙচুর চালায়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহতরা হলো—সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মো. মাসুদ ও বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মো. আলী। তারা দুজনই অশ্বিনী কুমার ছাত্রাবাসের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী ও কলেজ সূত্র জানায়, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মো. মাসুদের সঙ্গে একই বিভাগের এক ছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। গতকাল সকালে কলেজের জিরো পয়েন্টে বসে ওই ছাত্রীকে উত্যক্ত করে একই বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী সমীরণ মণ্ডল। এ ঘটনার প্রতিবাদ করে মাসুদ। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে

প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে ভাঙচুর

মাসুদের বন্ধু মো. আলীসহ কয়েকজন মিলে সমীরণকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সমীরণ কলেজ ছাত্রলীগের কর্মী সৈকতসহ বেশ কয়েকজনকে নিয়ে দুপুর ২টার দিকে অশ্বিনী কুমার ছাত্রাবাসে ঢোকে। তারা ছাত্রাবাসের ডি-ব্লকের পেছনের দিকের দুটি গাছের সঙ্গে মাসুদ ও মো. আলীকে বেঁধে কোমড়ের বেল্ট ও লোহার রড দিয়ে পেটায়। বিষয়টি টের পেয়ে ছাত্রাবাসের আবাসিক শিক্ষার্থীরা ধাওয়া দিলে ওই ছাত্রলীগ কর্মীরা পালিয়ে যায়। এ সময় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ও প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। পরে কলেজের অধ্যক্ষ পুলিশের সহায়তায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ছাত্রলীগ কর্মী সৈকত বলে, মাসুদ ও মো. আলী তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছে বলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ওই দুই শিক্ষার্থী ছাত্রদলের সঙ্গে জড়িত বলে সে দাবি করে।

বিএম কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক স ম ইমানুল হাকিম কালের কণ্ঠকে বলেন, এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।